সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৫
WEEKLY BOOKLET:335

বয়ান
৬ রজব ১৪৪৪ হিঃ
২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ইং

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

ফয়যানে গরীবে নেওয়ায

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে গরীবে নেওয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (১)

আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি এই "ফয়যানে গরীবে নেওয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তার ঈমানের হেফাযত করো এবং তাকে পিতামাতাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারীরা যখন একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করে আর হাত মিলায় এবং নবী (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তবে তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্বাপর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বাৎসরিক ষষ্টি শরীফ (অর্থাৎ ওরস মুবারক) ৬ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪৪ হিজরী অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ইং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (করাচী) মাদানী মুযাকারার পূর্বে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কৃত বয়ান প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে লিখিত আকারে সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

অত্যাচারী বাদশাহ

কথিত আছে: একজন অনেক বড় অত্যাচারী ও বদ মেজাজী বাদশাহ ছিলো, শহরের উপকণ্ঠে তার একটি সুন্দর বাগান ছিলো, যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানির জলাশয় ছিলো। একদা খাজা গরীবে নেওয়ায, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি আজমেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই বাগানের ভেতর প্রবেশ করলেন, জলাশয়ের পানি দ্বারা গোসল করলেন, নামায আদায় করলেন এবং সেখানেই বসে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে গেলেন। ঠিক তখন বাদশাহের আগমনের শোরগোল শুরু হলো। খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই শোরগোলের প্রতি একেবারেই মনোযোগ দিলেন না এবং একান্ত মনে তিলাওয়াতে মগ্ন রইলেন। অত্যাচারী বাদশাহ বাদাশাহী শান ও শওকতে যখন বাগানে প্রবেশ করলো, তখন জলাশয়ের পাশে সাধারন পোশাকধারী একজন নেককার ব্যক্তিকে দেখে রাগে লাল হয়ে গেলো এবং রাহান্বিতস্বরে সৈন্যদের প্রতি চিৎকার করলো: এই ব্যক্তিকে কে আমার বাগানে বসার অনুমতি দিয়েছে? বাদশাহর রাগ দেখে সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলো, সৈন্যরা কোন উত্তর দেয়ার পূর্বেই খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চোখ মুবারক তুলে বাদশাহর দিকে তাকালেন, খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টির ফয়েযের প্রভাব তার উপর পড়তেই বাদশাহ হঠাৎ কাঁপতে লাগলো এবং কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো আর অজ্ঞান হয়ে গেলো। এবার খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গরীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আপন স্থান থেকে উঠলেন, পানি আনিয়ে বাদশাহর মুখে ছিটিয়ে দিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাদশাহর জ্ঞান ফিরে

www.dawateislami.net

এলো, ব্যস এখন কি হলো, জ্ঞান ফিরতেই বাদশাহ বিনয়ের সহিত নিজের অপরাধ ক্ষমা চাইতে লাগলো, অতঃপর তার সমস্ত সেবকসহ তাওবা করে খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলামীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো।

(হিন্দ কে রাজা, ৭৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে গরীবে নেওয়ায! আপনারা কি জানেন এই নেককার, প্রভাবশালী, কুরআনে পাকের তিলাওয়াতকারী উত্তম বৈশিষ্টের মনিষীটি কে ছিলো? তিনি আর কেউ নন, সিলসিলায়ে চিশতীয়ার মহান বুযুর্গ খাজায়ে খাজেগান, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায হাসান সানজারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন। যিনি পরবর্তীতে হিন্দুস্থানের মুকুটহীন বাদশাহ হয়েছেন।

খাজায়ে হিন্দ ওহ দরবার হে আ'লা তেরা,
কাভী মাহরুম নেহী মাঙ্গনে ওয়ালা তেরা। (যওকে নাত, ২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"খাজা" শব্দের অর্থ ও পরিচিতি

হে আশিকানে গরীবে নেওয়ায! খাজা শব্দটি হয়তো আপনারা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছেন, আসুন! এটাও জেনে নিই যে, খাজা শব্দের অর্থ কি? "খাজা" ফারসী ভাষার শব্দ, এর শাব্দিক অর্থ হলো "সর্দার" "মুনিব"। (ফিরুযুল লুগাত, ৬৩৩ পৃষ্ঠা) তাঁর নাম মুবারক হলো "হাসান", আর উপাধি অনেক রয়েছে, যার মধ্যে একটি উপাধি "মঈনুদ্দীন" অধিক প্রসিদ্ধ, (মঈনুল হক ওয়াদ দ্বীন অর্থাৎ ন্যায় ও দ্বীনের সাহায্যকারী), "আতায়ে রাসূল", "সুলতানুল হিন্দ", "গরীবে নেওয়ায" ইত্যাদি। তাঁর সৌভাগ্যমন্ডিত জন্ম (অর্থাৎ Birth) ১৪ রজব শরীফ ৫৩৭ হিজরী

www.dawateislami.net

মোতাবেক ১১৪২ ইংরেজিতে সিজিস্থান বা সিস্থান এর "সানজার (ইরান)" এলাকায় এবং ওফাত শরীফও (অর্থাৎ Death) রজব শরীফ মাসের ৬ তারিখ ৬৩৩ হিজরীতে হয়। (কারামতে খাজা, ২ পৃষ্ঠা)

আশিকে কুরআন ও আমাদের প্রিয় খাজা

আমাদের প্রিয় খাজা হাফিযে কুরআন ও আশিকে কুরআন ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ও প্রতিরাতে একটি করে কুরআন খতম করতেন এবং প্রত্যেকটি খতমের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতো: হে মঈনুউদ্দীন! আমি তোমার খতম কবুল করেছি। (সিরুল আক্বতাব, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টিশক্তি প্রখর করার উপায়

হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনে করীমকে দেখে, আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে তার দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যায়, তার চোখ কখনো রোগাক্রান্ত ও শুষ্ক হয়না। (মঈনুল আরওয়াহ, ২১৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়ায! আমাদের খাজা, হিন্দের রাজা, দুই দুইবার প্রতিদিন সম্পূর্ণ কুরআনে করীম পড়তেন আর আমরা আশিকানে খাজা দাবীদারগণ পুরো মাস বরং বছরে একবারও কুরআনের করীমের খতম করিনা! এটা খুবই আশ্চর্যজনক ভালোবাসা! আহ! খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে আমাদেরও যদি প্রতিদিন কুরআনে করীম তিলাওয়াতের সৌভাগ্য নসিব হয়ে যেতো। যদি ঘরে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত হতে থাকে তবে আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হতে থাকবে আর اِنۡ شَآءَ الله বিপদাপদ দূর হবে। কুরআনে পাকের তিলাওয়াতেরও অনন্য শান রয়েছে, যেমন

www.dawateislami.net

উত্তম ইবাদত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِیۡ قِرَاءَةُ الۡقُرۡاٰنِ অর্থাৎ আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কুরআনের তিলাওয়াত।

(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২)

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়ায! আপনারা কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত পড়লেন, কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত আর আফসোস এই ইবাদতেও আমাদের প্রচুর উদাসিনতা। সর্বোপরি আমাদের অধিকাংশের ব্যাপারে বলা হলে তবে হয়তো ভুল হবে না যে, তারা দেখে দেখেও বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে না। Tenses, Mathematics জানে, দুনিয়াবি অনেক বড় বড় ডিগ্রি আছে এবং পুরো দুনিয়া তাকে শিক্ষিত বলে, সেই শিক্ষিত যদি দেখে দেখেও কুরআন পড়তে না পারে তবে সে কেমন শিক্ষিত? সে কেমন মুসলমান যে, দেখে দেখেও কুরআন পড়তে পারে না।

ঈর্ষণীয় কে?

আমি কখনো কোন ক্বারীর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করলে, তখন আমার তার প্রতি ঈর্ষা হয় যে, এ কিরূপ সৌভাগ্যবান, সে আল্লাহ পাকের কালাম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারে, কোটিপতি একদিকে আর বিশুদ্ধভাবে কুরআনে করীম পাঠকারী অপরদিকে, এটা আমার অন্তরের অনুভূতি, আমার কুরআনে করীম পাঠকারী ঈর্ষণীয় মনে হয়, কিছু না কিছু সময় নির্ধারণ করে তিলাওয়াত করতে থাকুন, হোক এক পারা বা আধা পারা অন্যথায় একপারার এক চতুর্থাংশ হলেও পড়ে নিন, প্রতিদিন কিছু না

www.dawateislami.net

কিছু তিলাওয়াত হতে থাকলে তবে اِنۡ شَآءَ الله এর বরকত অর্জিত হতে থাকবে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করা উচিৎ। আসুন! খাজা গরীবে নেওয়ায اِنۡ شَآءَ الله এর দরবারে ফরিয়াদ করি:

রব কে ইবাদত কে দুশওয়ারি অউর গুনাহোঁ কে বিমারী,
দোনোঁ আফতেঁ দূর হোঁ খাজা ইয়া খাজা মেরি ঝোলি ভর দো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর গাউসে পাক ও খাজা গরীবে নেওয়ায

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায মঈনুদ্দীন হাসান সানজারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নজিবুত তারাফাইন (অর্থাৎ হাসানী হোসাইনী সৈয়দ) ছিলেন।

কলম সম্রাট, হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: সম্মানীত পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ নবী দৌহিত্র, শহীদে কারবালা হযরত ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এবং মাতার দিক দিয়ে তার বংশ মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর কলিজার টুকরো, ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর নয়নমণি, হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। হুযুর গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজান হুযুর গাউসে পাক (শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর চাচাতো বোন, এই আত্মীয়তার সূত্রে হুযুরে গাউসে পাক খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মামা হন।

(হায়াতে খাজায়ে আযম, ৬৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া মঈন উদ্দীন আজমেরী! করম কে ভীক দো,
আয পায়ে গাউস ও রযা খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

www.dawateislami.net

শাব্বার ও শাব্বির কা সদকা বালায়েঁ দূর হো,
এ্যয় মেরে মুশকিল কোশা খাজা পিয়া খাজা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম আহমদ রযার ভাষায় কারামতে খাজা

আমার আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সুলতানুল হিন্দ, খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার থেকে অনেক ফয়েয ও বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, মাওলানা বারাকাত আহমদ সাহেব মরহুম যিনি আমার পীর ভাই আর আমার সম্মানীত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাগরেদ ছিলেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে, আমি আমার চোখে দেখেছি, একজন অমুসলিম যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফোঁড়া ছিলো, আল্লাহই জানেন যে, কি পরিমাণ ছিলো, ঠিক দুপুরে আসতো আর দরবার শরীফের সামনে গরম কংকর ও পাথরের উপর গড়গড়ি করতো আর বলতো: খাজা আগুন লেগেছে (অর্থাৎ হে খাজা! জ্বলে যাচ্ছে, অর্থাৎ শরীরে আগুন লেগেছে)। তৃতীয়দিন আমি দেখলাম যে, সে একেবারে ভালো হয়ে গেছে। **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)**

আ'লা হযরতের ভাই, হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খাজা গরীবে নেওয়াজের দরবারে আরয করেন:

ফির মুঝে আপনা দরে পাক দিখা দেয় পেয়ারে,
আঁখেঁ পুর নুর হোঁ ফির দেখ কে জলোয়া তেরা।

(যওকে নাত, ২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৩০ বছরের কান্না এবং নামাযের বেদনা

হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের সফরের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: আমি একবার কোন এক শহরে গেলাম, যা সিরিয়ার নিকটবর্তী ছিলো, শহরের বাইরে একটি গুহা ছিলো, যাতে একজন বুযুর্গ শায়খ আওহাদ মুহাম্মদ আল ওয়াহিদ আযিযি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থাকতেন, তিনি এতই দূর্বল ছিলেন যে, শরীরে শুধুমাত্র হাঁড়গুলোই ছিলো, আমি সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম যে, তিনি জায়নামাযে বসে আছেন আর পাশেই দু'টি বাঘ দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে আমি পাশে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিলাম না, এরই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে পড়লে তখন বললেন: ভয় করো না, চলে এসো! আমি কাছে গেলাম আর সালাম ও মুসাফাহা (অর্থাৎ হাত মিলানোর) পর বসে গেলাম। তিনি প্রথম কথা আমাকে এটা বললেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করবে না, তাও তোমার ইচ্ছা পোষণ করবে না, যখন তোমার অন্তরে খোদার ভয় থাকবে তখন প্রত্যেক কিছু তোমাকে ভয় করবে, বাঘের কি সাধ্য যে, তারা তোমাকে ভয় দেখাতে পারে। খাজা সাহেব বলেন: এরপর আমার অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলেন আর উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: বুযুর্গুদের খেদমত করতে থাকো বুযুর্গ হয়ে যাবে। এরপর নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন: এই গুহায় আমার অনেক বছর কেটে গেলো, সৃষ্টি থেকে দূরে আছি আর ৩০ বছর ধরে একটাই বেদনা আমাকে রাতদিন কাঁদাচ্ছে, আমি আরয করলাম: হুযুর! কোন জিনিসের বেদনা? বললেন: "নামাযের বেদনা।" আরও বললেন: আমি যখনই নামায পড়ি তখন নিজেকে দেখে কান্না করি যে, কোথায় যেনো কোন শর্ত আমার থেকে ছুটে গেলে তো

www.dawateislami.net

নামায আমার মুখে ছুড়ে মারা হবে আর সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: যদি তুমি নামাযের হক আদায় করে দাও তবে অবশ্যই অনেক বড় কাজ করে নিয়েছো, অন্যথায় শুধু বয়সই নষ্ট করেছো, আমার শরীরে শুধু যে হাঁড় আর চামড়া দেখা যাচ্ছে, এর কারণ এই বেদনাই যে, আমি জানি না আজ পর্যন্ত নামাযের হক আদায় করতে পেরেছি নাকি পারিনি। নামায অনেক বড় একটি দায়িত্ব, যে এই দায়িত্বটি পূরণ করবে না, সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে আর মুখ দেখানোর উপযুক্ত থাকবে না। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অশ্রুশিক্ত নয়নে উপদেশ দিলেন: "নামায হলো দ্বীনের স্তম্ভ, যতক্ষণ পর্যন্ত স্তম্ভ নিরাপদ থাকবে, ঘর নিরাপদ থাকবে, যখন স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়বে তখন ঘরও পড়ে যাবে।" যেহেতু ইসলাম ও দ্বীনের জন্য নামায স্তম্ভের ন্যায়, তাই যদি নামাযে ঘাটতি সৃষ্টি হয় তবে তা ইসলাম ও দ্বীনে ঘাটতির কারণ হবে। (দলিলুল আরেফিন, ১১ পৃষ্ঠা)

নামায সম্মানের উপলক্ষ্য

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়ায! দেখলেন তো আপনারা! বুযুর্গুদের নিকট নামায কতো গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে গুহায় অবস্থান করা আর এতো ইবাদত ও সাধনা করার পরও নামাযের ব্যাপারে বলছেন যে, আমি নামাযের বেদনায় রয়েছি। আমরা তো নামাযই পড়তে জানিনা! নামাযের শর্তাবলী, নামাযের ফরযসমূহ ক'জন জানে! এরপরও আমরা মনে করি যে, আমরা অনেক বড় নামাযী ও নেককার লোক। পেরেশানগ্রস্থ বেনামাযীকে এটা বলতে শোনা যায় যে, না জানি এমন কি গুনাহ হয়ে গেছে, পেরেশানী শেষ হচ্ছে না! নামায না পড়ার

www.dawateislami.net

গুনাহ চোখেই পড়ছে না। হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাণীসমূহের প্রসিদ্ধ কিতাব "দলিলুল আরেফীন" এ রয়েছে: বান্দা শুধুমাত্র নামাযের মাধ্যমেই সম্মানিত হতে পারে। বেনামাযীরাও আবার কিসের সম্মানিত!। নামায হলো মুমিনের মেরাজ, সমস্ত মর্যাদার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নামায, আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাতের সর্বপ্রথম মাধ্যমই হলো "নামায"। মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে: নামাযী হলো আপন দয়ালু প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতকারী।

(মুসলিম, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৩০) (দলিলুল আরেফীন, ৩ পৃষ্ঠা)

হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরও বলেন: নামায হলো একটি আমানত, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের নিকট অর্পণ করেছেন, সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক যে, তারা যেনো এই আমানতে কোন প্রকার খেয়ানত না করে। (দলিলুল আরেফীন, ১০ পৃষ্ঠা)

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায,
সা'রী দৌলত সে বড়কর হে দৌলত নামায।
নারে দোযখ সে বে শক বাচায়েগি ইয়ে,
রব সে দিলওয়ায়েগি তুম কো জান্নাত নামায।
ইয়া খোদা তুঝ সে আত্তার কি হে দোয়া,
মুস্তফা কি পড়ে পেয়ারি উম্মত নামায।

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, ২২, ২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মক্কা মদীনায় নামায

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সদকায় নামাযী বানিয়ে দাও, দেখুন! নামায ব্যতীত কারো দ্বীনে উন্নতি আসবে না, যদিওবা দুনিয়ার বাহ্যিক উন্নতি হয়ে যায় কিন্তু দ্বীনের উন্নতি নামাযের মাধ্যমেই, নামায কারো জন্য ক্ষমা নেই, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত আর আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ছয় ওয়াক্ত নামায ফরয ছিলো, জি হ্যাঁ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর তাহাজ্জুদও ফরয ছিলো। (তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ৩০, ২নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/২৯) তিনি কখনো নামায ছাড়েননি, সকল সাহাবা নামাযী, সকল আউলিয়া নামাযী, কোন অলি বেনামাযী হতে পারে না। এখন যদি কেউ নামায না পড়ে বা নামাযের সময় বসে গল্প করে অথবা সেইভাবেই বসে থাকে আর অনেক দূরে পৌঁছে গেছে যে, ভাই তিনি কখনো মক্কায়, কখনো মদীনায় নামায পড়েন আর মুরীদকে জিজ্ঞাসা করলে বলে: পীর সাহেব মাথা নত করেন আর নামায পড়ে নেন, আমরা তা দেখি না, আমাদের এমন পীরের গলি দিয়েও যাবো না।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায বর্জনের শাস্তি

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এক ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিলো, তবে জাহান্নামের একটি নির্দিষ্ট দরজা রয়েছে, যাতে নামায বর্জনকারীদের নাম লিখে দেয়া হয়, যা দিয়ে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন:

www.dawateislami.net

যে জেনে বুঝে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে দেয়, তবে সে হাজারো বছর জাহান্নামের আযাবের হকদার হলো, যতক্ষণ তাওবা করবে না আর এর কাযা আদায় করে নিবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৫৮) নামায ছেড়ে দেয়া কবিরা গুনাহ কিন্তু আফসোস যে, বর্তমানে যারা নামায পড়ে না, তারা অনেক সম্মানিত হয়ে আছে, দুনিয়া তাকে অনেক সম্মান করে এবং চোখে বসিয়ে নিচ্ছে, অথচ

রোযে মাহশর কেহ জাঁ গুদায বুওয়াদ,
আউয়ালিঁ পুর সশে নামায বুওয়াদ।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রাণঘাতি প্রচন্ড গরম হবে, তখন সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে আর যার নামায সঠিক হবে না তার পরবর্তি ধাপগুলো আরও বেশি খারাপ হবে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথমে নামাযী অতঃপর নিয়াযী

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়ায! নামায ছাড়া কোন উপায় নেই, আপনি লাখো নিয়ায করুন, প্রতি বছর ষষ্টি শরীফের ছয় হাজার, গেয়ারভী শরীফের এগারো হাজার ডেকসি তাবারুক বিতরন করেন না কেনো, কিন্তু যদি নামায না পড়েন তবে মুক্তি পাওয়া কঠিন, গরীবদের, বিধাবাদের সাহায্য করে, গরীবদের ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু নামায পড়েন না, তবে মুক্তি পাওয়া তো অনেক কঠিন হবে। আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি "আমি নামাযীও নিয়াযীও" প্রথমে আমি নামাযী এরপর

www.dawateislami.net

নিয়াযী।[১] নামায হলো ফরয আর নিয়ায মুস্তাহাব। নিয়াযও ছাড়বো না, কেননা এটি আহলে সুন্নাতের কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত, আমাদের উভয়টিকে সাথে নিয়ে চলতে হবে, নামায পড়বো এবং নামাযের সদকায় নিয়াযও কবুল হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে নামাযী বানাও আর গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে বুযুর্গুদের পদাঙ্ক অনুসরন করে পরিচালিত করো এবং হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় তোমার পছন্দনীয় বান্দা বানিয়ে নাও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামায, রোযা ছাড়বো না

হে আশিকানে খাজা গরীবে নেওয়ায! সকলে নিয়্যত করে নিন যে, আজকের পর আমার কোন নামায কাযা হবে না, রমযান শরীফের কোন রোযা কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله। مَعَاذَ الله এই পর্যন্ত যতো নামায কাযা হয়েছে সবগুলোর হিসাব করে কা আদায় করে নিন কেননা তাওবা দ্বারা নামায ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না তা আদায় করে নেয়া হবে না। আল্লাহ না করুন রমযানের রোযা কাযা হয়েছে তবে যতো দ্রুত সম্ভব তাও রেখে নিন।

গুনাহের প্রকাশ

যদি আল্লাহ না করুন, কারো উপর নামায বা রোযা কাযা রয়েছে তবে তা কাউকে বলবেন না, কেননা শরয়ী অনুমতি ব্যতীত গুনাহ প্রকাশ করাও গুনাহ, অনেক নির্বোধ ধৃষ্টতার সহিত সকলের সামনে বলে বেড়ায়

১. নিয়াযি একটি গোত্রও রয়েছে আর Surnameও রয়েছে, এখানে নিয়াযি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বুযুর্গুদের নিয়ায আয়োজনকারী ও আহারকারী।

যে, আমি অমুক গুনাহ করেছি, আমি আগে চোর বা ডাকাত ছিলাম ইত্যাদি, এমনটি বলা উচিৎ নয়, অবশ্য প্রয়োজনে অন্যদের উৎসাহিত করার জন্য বলা যে, আমি দুনিয়াদার এবং নেকী থেকে দূরে ছিলাম, আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের মঙ্গল করুন, তারা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছে, সুতরাং আপনারাও দা'ওয়াতে ইসলামীর এসে যান ইত্যাদি, এভাবে উৎসাহ দেয়ার জন্য বলাতে অসুবিধা নেই।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পর্যন্ত আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান সমাপ্ত হয়েছে, পরবর্তি বিষয়বস্তু "আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র" থেকে নেয়া হয়েছে।

খাজা সাহেবের ওরসে অংশগ্রহন করার নিয়্যতসমূহ

★ প্রথমে তো এই নিয়্যত করে নিন যে, হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায (সৈয়দ মঈন উদ্দীন হাসান সানজারী আজমেরী) رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে এবং যারাই তাঁর কদমে আরাম করছেন ঐসকল আশিকানে খাজাকে ইলইয়াস কাদেরীর সালাম আরয করবো। ★ আরও এরূপ নিয়্যত করে নিন যে, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাহচর্য অবলম্বন করবো, কেননা

এক যমানা সোহবতে বা আউলিয়া,
বেহতর আয সদ সালাহ তাআত বে রিয়া।

অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এক মুহূর্তের সাহচর্য, ১০০ বছরের রিয়াবীহিন ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

www.dawateislami.net

★ এটাও নিয়্যত করে নিন যে, আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বরকত অর্জন করবো ★ সেখানে দোয়া প্রার্থনা করবো, কেননা আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের নিকটবর্তী হয়ে দোয়া করা কবুলিয়্যতেরও নিকটবর্তী হয়ে থাকে। ★ সেখানে ইসালে সাওয়াব করবো ★ মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করবো ★ যদি সেখানে হাজীরির কোন ভুল পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হয় তবে ফিতনার আশংক্ষা না থাকা অবস্থায় বুঝাবো। সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারাও থাকে এবং মাদানী কাফেলায়ও অবস্থান করে তো ★ এটাও নিয়্যত করে নিন যে, মাদানী কাফেলা ওয়ালাদের সাথে নিজের সময় ব্যয় করবো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/১৯২)

গরীবে নেওয়ায অর্থ কি?

প্রশ্ন: গরীবে নেওয়ায শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: "গরীবে নেওয়ায" এর অর্থ: গরীবদের প্রদানকারী, গরীবদের প্রতি দানশীলতার দরজা যিনি খোলে দেন এবং তাদের ঝোলি যিনি পূর্ণ করেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের খাজায়ে খাজেগান গরীবদের প্রদানকারী ও দানশীলতা দ্বারা ধন্যকারী। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ৫/২৯২)**

খাজা গরীবে নেওয়াযের ওফাত

প্রশ্ন: খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কতো বছর বয়সে ওফাত লাভ করেছিলেন?

উত্তর: হুযুর খাজা গরীবে নেওয়ায رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতময় ওফাত ৯৬ বছর বয়সে হয়েছিলো। **(আল্লাহ কে খাস বান্দে উবাদাহ, ৫০৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

খাজা গরীবে নেওয়াযের আপন মূর্শিদের মাযারের আদব

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ" এর ১৬ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি রয়েছে যে, একবার খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আপন মুরীদদের অমীয় বাণী দ্বারা ধন্য করছিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে একদিকে থাকিয়ে তিনি বারবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন, বুযুর্গদের অনেক সময় নিজস্ব একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। মুরীদদের মধ্যে কারো এই সাহস হলো না যে, এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু একজন প্রিয় মুরীদ জিজ্ঞাসা করে নিলো যে, বারবার দাঁড়ানোর কারণ বর্ণনা করে দিন, যাতে আমাদের বিস্ময় দূর হয়ে যায়। খাজা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত শায়খ ওসমান হারওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মাযার মোবারক এদিকে। ব্যস কথাবার্তার মাঝে যখন আমার স্মরণ আসতো তখন আমি সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম এবং আদব ও সম্মানের কারণে দাঁড়িয়ে যেতাম। **(ফাওয়াইদুস সালেকীন মাআ হাশতে বেহেশত, ১৩৮ পৃষ্ঠা)** খাজা সাহেব رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পীর সাহেবের নাম হযরত শায়খ ওসমান হারওয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ, অনেকে তাঁকে হারোনী বা হা'রুনী পড়ে থাকেন কিন্তু বিশুদ্ধ হলো হারওয়ানী। তাঁর মাযার মুবারক মক্কা মুকাররমার পবিত্র কবরস্থান জান্নাতুল মুআল্লায় অবস্থিত। বর্তমান সময়ে তাঁর মাযার শরীফের উপর গম্বুজ ও সুন্দর জালী ইত্যাদি কিছুই নেই। খাজা সাহেব এতো দূরে হওয়ার পরও আপন পীর সাহেবের মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যাইহোক এটা আদব ও সম্মানের এমন ঘটনা যা সবাই করতে পারে না এবং যারা করেছে তাদের ব্যাপারে আপত্তিও করা যাবে না। আদব ও সম্মানের এই বিষয়াবলী জায়িয হওয়ার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে, শরীয়ত

www.dawateislami.net

তা পালনে নিষেধ করেনি আর মানুষ ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে আপন আপন পদ্ধতিতে যা কিছু করে থাকে, তবে তাকে যারা ভুল বলে স্বয়ং তারাই ভুলে রয়েছে। এই বিষয়গুলোর প্রমাণ চাওয়ার পূর্বে চিন্তা করা উচিৎ যে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না কিন্তু সবাই তা করছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/১৯১)

খাজায়ে খাজেগান! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
কিবলায়ে আরিফাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
সায়্যিদে যাহেদাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
যিনাতে আরেফাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
মূর্শিদে নাক্বেসাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
রাহবারে কামেলাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হাদিয়ে গুমরাহাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
মুসলিহে আসিয়াঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হামিয়ে বে কসাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হে কাসে বে কসাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
এ্যয় শাহে সালেহাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায
হাম পে হো মেহেরবাঁ! গরীবে নেওয়ায, গরীবে নেওয়ায

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, ৬২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

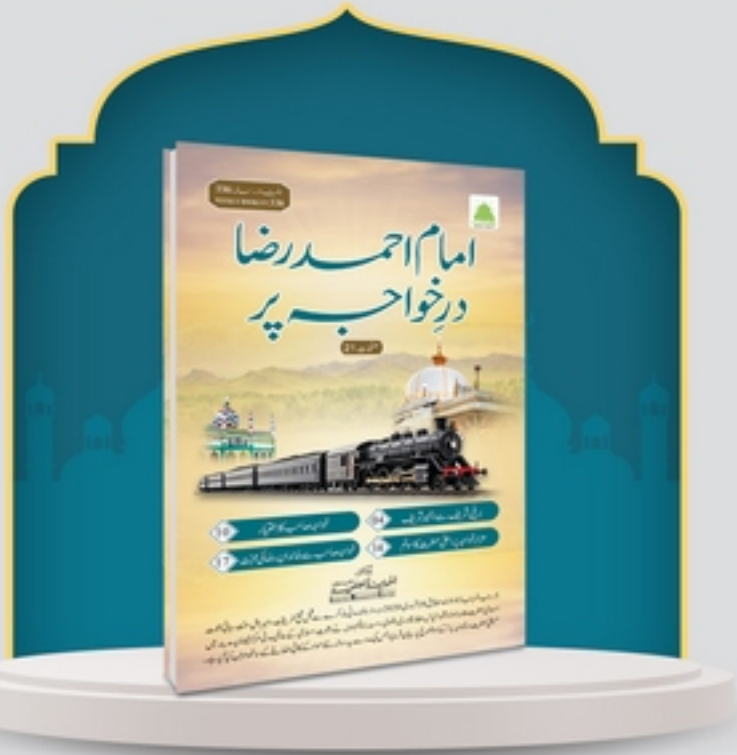

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net